Retail Price Rs. 5/-

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

পারমার্থিক

শ্রীভক্তি-পত্র

মাসিক পত্রিকা

৪৭ বর্ষ ✿ ফেব্রুয়ারী ✿ শ্রীনিত্যানন্দ সংখ্যা ✿ ২০১০ ✿ ৭ম সংখ্যা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজ

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কোলকাতা -3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@cal3.vsnl.net.in
visit us : www.gaudiyamission.com
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোন ঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর,
মেদিনীপুর (পূর্ব) ফোন ঃ- 235054 STD-03220
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম,কুলুশীর্ষা,কুড়মিঠা,বীরভূম(পঃ বঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), ফোন-06752-2310671
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী,
১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা ফোন-224057 STD-06782
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001
বিহার ফোন-2225116 STD-0631
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-
211006 (ইউ. পি.) ফোন ঃ-2500925 STD-0532
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন,
মথুরা- 281121 ফোন-2444153 STD-0565
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016 ফোন-26868743 STD-011
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118 ফোন-291709 STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163 ফোন-244-484 STD-03844
৩২। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৩। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর ফোন-276917 STD-03224
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড
জেলা-মথুরা, ইউ পি,
পিন-281504, মোঃ 9760525082
৩৫। শ্রী গৌড়ীয় মঠ, রিহাবাড়ী (মিলনপুর), গুয়াহাটী-৮,
ফোন ঃ 0361-2732049
৩৬। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা	ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	১২৩
২।	শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত	শ্রীল প্রভুপাদ	১২৪
৩।	হরিকথা-প্রসঙ্গ	শ্রীল আচার্য্যদেব	১২৬
৪।	শ্রীগুরু পাদপদ্মের আবির্ভাবের উৎকর্ষতা	শ্রীলগোস্বামীপাদের ভাষণ	১২৮
৬।	গুরু চিন্‌বো কেমনে	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	১৩০
৭।	শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি	শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহিত	১৩২
৮।	পারমার্থিক-প্রদর্শনী	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	১৩৪
৯।	শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব (কবিতা)	সজ্জনতোষণী পত্রিকার ৪র্থ খণ্ড হইতে উদ্ধৃত	১৩৭

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

“ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন ।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥”
— শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

“ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥”
— শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৪৭ বর্ষ ☙ ফেব্রুয়ারী ☙ শ্রীনিত্যানন্দ সংখ্যা ☙ ২০১০ ☙ ৭ম সংখ্যা

বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত-মালা

জীবতত্ত্ব ও শ্রীভক্তিবিনোদ

ব্রহ্মা কি পরমেশ্বর তত্ত্ব? শম্ভু কি তত্ত্ব?

“ব্রহ্মা—সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর ন’ন। * * শম্ভুতে ব্রহ্মাপেক্ষা ঈশ্বরতা অধিক পরিমাণে আছে।” —*ব্রঃ সং ৫।৪৯*

গণেশের স্বরূপ কি?

“গণেশ—একটি শক্ত্যাবিষ্ট আধিকারিক দেবতা। গোবিন্দের কৃপায়ই তাঁহার সমস্ত মহিমা।” —*ব্রঃ সং ৫।৫০*

সূর্য কি স্বতন্ত্র ঈশ্বর?

“সূর্য্য জড় তেজঃসমষ্টি একটি মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা, সুতরাং একজন আধিকারিক দেবতা। গোবিন্দের আজ্ঞায়ই সূর্য্য স্বীয় সেবাকার্য্য করেন” —*ব্রঃ সং৫।৫২*

শিবাদি আধিকারিক দেবতা হইতে বিষ্ণুর কি বৈশিষ্ট্য?

“ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ সকল স্বতঃই শুদ্ধসত্ত্ব হইলেও অবিদ্যা সংযোগে মায়ার রজঃ ও তমোধর্ম্মে মিশ্র হইয়াছেন, গিরিশাদি দেবগণ জীবাপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও বদ্ধজীবের মায়িক ধর্ম্মাভিমানরূপ অভিমান সংযোগে রজস্তমোমিশ্র হওয়াতে মিশ্রসত্ত্ব মধ্যে তাঁহারা গণ্য হইয়াছেন। শুদ্ধসত্ত্ব ঈশ্বর স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রপঞ্চে বিষ্ণুরূপে অবতীর্ণ হইয়াও সর্ব্বদা মায়ার ঈশ্বর, মায়া তাঁহারই পরিচারিকা।” —*‘নাম-মাহাত্ম্য সূচনা’, হঃ চিঃ*

জীব জড়জগৎ হইতে উচ্চপদার্থ ও তাহার প্রভু কিরূপে হইল?

“জীব চিৎকণ, চিদ্বস্তুতে যে ধর্ম্ম আছে, তাহা জীব লাভ করিবে। চিদ্বস্তুতে স্বতন্ত্রতারূপ একটি ধর্ম্ম নিহিত আছে। নিত্য ধর্ম্ম হইতে জীবকে পৃথক করা যায় না। অতএব জীব যে পরিমাণে অণু, তাঁহার স্বতন্ত্রতা ধর্ম্ম সেই পরিমাণে অবশ্য থাকিবে। এই স্বতন্ত্রতাধর্ম্ম প্রযুক্ত জীব জড় জগৎ হইতে উচ্চপদার্থ ও জড় জগতের প্রভু হইয়াছেন।” —*জৈঃ ধঃ ১৬শ অঃ*

শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথামৃত

প্রত্যেক জীব হৃদয়ে ক্ষীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ বিষ্ণু বাস করেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে জীব ও ভগবানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং পরস্পরের নিত্য যুক্তাবস্থান কথিত আছে।

প্রত্যেক জীবাত্মায় দুইটি বস্তু আছে—সেব্য ও সেবক। প্রত্যেক জীবের হরিসেবা ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্য নাই। ভগবানকে ষোল আনা সেবা করাই ভক্তের কর্ত্তব্য। কর্ম্মকাণ্ডিগণ প্রভুর সেবা নিজেরা গ্রহণ করেন। ভক্তি না থাকিলে ভগবানকে বঞ্চনা করিয়া আমরা নিজেই জগৎ ভোগ করি। কর্ম্মকাণ্ডে অবস্থান কালে নিজেই ফলভোক্তা সাজিয়া আমরা অন্যর উপর প্রভুত্ব করি। জন্মৈশ্বর্য্য শ্রুত-শ্রীর অভিমানে মত্ত থাকিলে এবং নিজেকে প্রভু ও গুরুবুদ্ধি করিলে জীবমাত্রকে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জ্ঞানে সম্মানপ্রদানের পরিবর্ত্তে উহাদের নিকট হইতে সম্মান ও অভিবাদনাদি গ্রহণের স্পৃহা বলবতী হয়। অন্যে অভিবাদন করিলে তাহাকে প্রত্যাভিবাদন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক জীব হৃদয়ে জীবপ্রভু বিষ্ণু আছেন। সেই জীবপ্রভুকে উদ্বেগ দেওয়া কোনমতেই উচিত নহে। কোন প্রাণীকে হীন জ্ঞানে অথবা অসূয়াবশতঃ কষ্ট দেওয়া ও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। নিজের অন্তঃস্থিত প্রভুর প্রতি সেবোন্মুখ হইয়া বাস করা কর্ত্তব্য। অশ্বগোখর-চণ্ডাল সকলকেই বিষ্ণুর সেবকজ্ঞানেই নমস্কার করা কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবের হৃদয়েও ভগবান্ আছেন। ভগবানের প্রতি সেবাবিমুখ হওয়ার ফলেই ইহারা Lower creation হইয়াছে।

জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেই 'কর্ত্তা' সাজিয়া পড়ে। তখন ভূতোদ্বেগ-প্রদান অথবা শ্রীগোবিন্দের সেবক বৈষ্ণবগণের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করিবার ইচ্ছা হয়। কৃষ্ণদাস জীবকে উদ্বেগ প্রদান করিলে কৃষ্ণসেবা হয় না।

মানুষ যদি মনে করে—আমি জগতের কার্য্যে ব্যস্ত আছি, আমার হরিকথা শুনিবার অবসর কোথায়, তাহা হইলে সে ভোগী হইয়া পড়ে। আবার ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া লোক বৈরাগী হইলে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের দিকে প্রধাবিত হয়। কিন্তু ফল্গু বা মর্কট বৈরাগীদের সুবিধা হয় না। ভোগ বা ত্যাগ জীবের ধর্ম্ম নহে। ভক্তিই জীবের পরম ধর্ম্ম।

হরিগুরুবৈষ্ণবের অমায়া ও মায়ার সহিত কৃপা পৃথক। মায়ার সহিত কৃপাতে আমাদের জড়জগতে ধন, জন, পাণ্ডিত্য লাভ হইয়া থাকে। ভগবানের যথার্থ কৃপা লাভ করিলে জীবের সংসারবন্ধন থাকে না। সাধুকে সেব্যবস্তু জানিতে হইবে। সাধুর উপর গুরুগিরি করিতে হইবে না। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইলে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হয়। গুরুবৈষ্ণবের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সাধুকে সেবা করিতে না পারিলে কাহারও সুবিধা হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বিনিসৃতা বাণী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত নিরন্তর শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রীগুরুকৃপাই ভগবানের কৃপা। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। যিনি ভগবানের সেবা করিতেছেন, তাঁহার সেবা করিলেই সব সুবিধা হইয়া যাইবে। এসকল কথা মুখে মুখে জানিলেই হইবে না, অন্তরের সহিত জানিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মানবজাতির পরম মঙ্গলকারক। তিনি সকল মানুষের জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তিনি মনুষ্যজাতিকে কোন ঐহিক বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে প্রবৃত্ত হইতে বলেন নাই—মনুষ্যজাতিকে অমঙ্গলের পথে নিযুক্ত করেন নাই। যে সুব্যবস্থা ইহজগতে শান্তিদায়ক এবং পরজগতের শান্তিপ্রদ, শ্রীচৈতন্যদেব জীবমঙ্গলের জন্য সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছেন। মহাবদান্য ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব মনোধর্ম্ম-জগতের সকল সমস্যার চরম সমাধান প্রদর্শন পূর্ব্বক মনুষ্যজাতিকে নিত্যমঙ্গল লাভের যে সুবর্ণ সুযোগ প্রদান করিলেন, তাহা মনুষ্য গ্রহণ করিতেছে না কেন? শ্রীচৈতন্যের বিচার স্মরণ করিলেই মানুষের মঙ্গল হইবে। শ্রীচৈতন্যদেব বিভিন্ন মানবের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন কামনা করিয়া কোন শিক্ষা দেন নাই, প্রত্যেক জীবের নিত্য কল্যাণের কথা শিক্ষা দিয়াছেন।

ভগবানের কথা আলোচনা করিলেই আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচার প্রশমিত হইবে। তিনি পরম দয়াময়। ভূত, ভবিষ্যৎ আমরা কিছুই জানিতে পারি না; কিন্তু তিনি

সর্ব্বজ্ঞ, আমাদের মঙ্গলামঙ্গল তিনি উত্তমরূপে জানেন; সুতরাং তাঁহার বিচার গ্রহণ করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে।

শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায়ই আমাদের সর্ব্বস্ব নিযুক্ত হউক; আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় তাঁহারই অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক; অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত হইলেই রুচিবিবেক, সৌন্দর্য্যবিবেক ও রসবিবেক পরিপূর্ণতা লাভ করে।

জীব কার্ষ্ণ, জীবের অন্যরূপ অভিমান বিরূপের অভিমান। অন্যরূপ অভিমানে আবদ্ধ হইয়া আমাদের চৈতন্যের অনুগত বলিয়া পরিচয় দেওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। যিনি অখণ্ড বস্তুর সেবা করেন, তাঁহার আনুগত্য-দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়। বৈষ্ণবের সম্পত্তি স্বয়ং নারায়ণ। স্বয়ং নারায়ণ যদি নিজেকে নিজে দিয়ে দেন তাহা হইলেও তাঁহার কিছু দেওয়া বাকী থাকে; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সম্পূর্ণভাবেই ভগবানকে প্রদান করিতে পারেন। বৈষ্ণবের সেবা সকলেরই কৃত্য। বিষ্ণুর সেবা অপেক্ষা বৈষ্ণবের সেবার মাহাত্ম্য অধিক। বৈষ্ণবের সেবা দ্বারাই বিষ্ণুর সেবা হয়। বৈষ্ণব—নিষ্কিঞ্চন, তাঁহাকে কোনো বস্তু লুব্ধ করিতে পারে না। পরজগতে বা এই জগতে লোভের এমন কোন বস্তু নাই যাহা কৃষ্ণপদনখাগ্র শোভা হইতে অধিক লোভনীয় হইতে পারে। যেখানে আমরা ভগবানের সেবায় লুব্ধ না হই, সেখানে জানিতে হইবে—মায়া বহুরূপিণী হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে।

আমরা যদি সর্ব্বক্ষণ সাধুর শ্রীমুখ হইতে ক্রমাগত শ্রবণ করি এবং শ্রুত বিষয়গুলি সর্ব্বক্ষণ বিচার করি—আমাদের কোথায় ভুল হইতেছে—কিজন্য আমাদের কৃষ্ণেতর পিপাসা বর্দ্ধিত হইতেছে, এগুলি যদি তন্ন তন্ন করিয়া নিজে অনুসন্ধান করি, তাহা হইলেই আমাদের মঙ্গল হয়—বুঝিয়াও বুঝি না, শুনিয়াও শুনি না, দেখিয়াও দেখি না প্রভৃতি হৃদয় দৌর্ব্বল্যের হাত হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। বিচার ছাড়িয়া দিলে বা শ্রুত বাক্যাদি স্মৃতিপথে রাখিতে না পারিলে, প্রকৃত বিষয়টি ভুলিয়া গেলে মঙ্গলের আশা খুবই কম। অতএব আমরা যেন সর্ব্বক্ষণ আমাদের সম্বন্ধ ঠিক রাখিতে পারি, আমাদের নিত্যপ্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা যাহাতে সর্ব্বক্ষণ করিতে পারে, তজ্জন্য শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে কৃপা প্রার্থনাপূর্ব্বক উৎসাহের সহিত নিষ্কপটে সেবাকার্য্যে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। হরিগুরুবৈষ্ণব সেবাফলেই আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। ❑

প্রভুপাদের বাণী

"ভগবানের নিকট হইতে পত্র পাওয়া যায় না, তাঁহার প্রতি অনুরক্ত জনগণের নিকট হইতেই তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায় এবং আমাদের সংবাদও ভগবদ্ভক্ত দ্বারা তাঁহার নিকট পাঠানো যায়।" (সঃ জঃ ২০৮ পৃঃ)

"নির্ভীক হয়ে যে নিরপেক্ষ সত্যের কথা বলা হচ্ছে, শত শত জন্ম পরেও—শত শত যুগ পরেও কেউ না কেউ ইহার নিগূঢ় সত্য বুঝতে পারবে। কষ্টোর্জ্জিত শত শত গ্যালন রক্ত ব্যয়িত না হওয়া পর্য্যন্ত একটি লোককে সত্যকথা বোঝান যায় না।" (সঃ জঃ ৭৮ পৃঃ)

"পৃথিবীর সকল লোক যদি একযোগে বিপক্ষেও চলিয়া যায়, তথাপি আমি লোকপ্রিয়তা সংগ্রহের জন্য সত্যের প্রতিষ্ঠাকে লোকের প্রেয়োরুচির যূপকাষ্ঠে বলি দিতে প্রস্তুত হইব না।"

(সঃ জঃ ১৬ পৃঃ)

হরিকথা প্রসঙ্গ

'শ্রীনাম' 'নমস্'-শব্দাদির দ্বারা অলঙ্কৃত হইলে মন্ত্র নামে অভিহিত হয়। 'নমস্'-শব্দের অর্থ—স্থূললিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ অহংকার পরিত্যাগ বা আত্মসমর্পণ। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি মন্ত্র জপ করিতে করিতে অনর্থ-মুক্ত হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ বা মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীভগবানের গৌণনাম বা প্রকৃতিসম্বন্ধীয় নামকীর্ত্তনফলে ভগবৎপ্রেম লাভ হয় না। তদ্দ্বারা প্রাকৃত ভোগ সিদ্ধ হয়। শ্রীভগবানের নিত্যলীলাসূচক নামই মুখ্য নাম। ভগবদ্‌ভক্তগণ সেই মুখ্য নাম নিরন্তর কীর্ত্তন করেন। শ্রীভগবান্ যেরূপ অসীম, তদভিন্ন নামও তেমনই অনন্ত। ভগবানের যাবতীয় নামের গণনা করা জীব ত' দূরের কথা, অনন্তদেবও সহস্রমুখে কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন না। মহাজন প্রসিদ্ধ শ্রীনামসমূহই জীবমাত্রেরই কীর্ত্তনীয়। শ্রীল শ্রীধরস্বামীপাদও বলিয়াছেন,—ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের লোকপ্রসিদ্ধ নাম ও গীতিসমূহ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে বিচরণ করেন।

গুরু বা মহাজনানুগত্যই ভক্তি এবং তাহাতে নৈরন্তর্য্যই নিষ্ঠা। যেখানে আনুগত্যধর্ম্ম নাই, সেখানে ভক্তি বা নিষ্ঠার সহিত ভজনের কথা আসিতেই পারে না। ভগবদ্ বৈমুখ্যবশতঃই জীবের জড়সংস্পর্শ, মায়াসম্ভোগ বা ভোগ্যদর্শন আসিয়াছে। সাম্মুখ্য ব্যতীত বিষয়োন্মুখ জীবের ভোগ্যদর্শন, ভোগ্যচিন্তা, অন্যচিন্তা বা মায়া হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীব মায়াবদ্ধ, ভগবদনুগত জীবই মুক্ত। বদ্ধজীব সাধনক্রমে ভগবদ্ কৃপা লাভ করিলে মায়ার সুদৃঢ়রজ্জু ছেদন করিতে—পুরুষাভিমানের ভাব হইতে নিষ্কৃতি-লাভে সমর্থ হন।

শ্রীভগবানের অচিন্ত্যলীলা সেবোন্মুখ ভক্তগণই ভগবৎ কৃপায় উপলব্ধি করিতে পারেন। অভক্তগণ তাহা বুঝিতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু যে জগাই মাধাইকে কৃপাপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই জগাই-মাধাই সাধারণ জীব নহেন। তাঁহারা উভয়েই বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়-বিজয়। সুতরাং তাঁহাদের কখনও ভক্ত বা ভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাব থাকিতে পারে না। তবে মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিলেন কি প্রকারে? তদুত্তর এই যে, পূর্ব্বে যেরূপ ভগবান্ নিজ যুযুৎসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে সনকাদি ঋষির হৃদয়ে প্রেরণার দ্বারা জয়-বিজয়ের প্রতি অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক বিক্ষেপরূপে তাঁহাদিগকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন, সেইরূপ ঔদার্য্যময়ী গৌরলীলায় যাহা হতারিগতিদায়ক শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরযুগেও দেন নাই, তাঁহাদিগকে সেই সুদুর্লভ প্রেম প্রদান করিবার জন্য শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু মাধাই-এর হৃদয়ে প্রেরণার দ্বারা নিজ মস্তকে মুটকী-নিক্ষেপ লীলা ও তজ্জনিত রক্তপাতাদির অভিনয় প্রদর্শন করিয়া এবং তদ্দ্বারা জগাইএর আপনার প্রতি প্রীতির উদ্রেক করাইয়া জগাইকে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতিভাজন করাইয়াছিলেন। 'দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই'—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই বাক্যেই প্রকৃত তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বস্তুতঃ মাধাই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আঘাত করেন নাই বা সেই আঘাত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রাকৃত দেহ স্পর্শও করে নাই। প্রাকৃত ইন্দ্রজাল দর্শনে যখন কোন ব্যক্তির শিরোচ্ছেদন ও তজ্জনিত রক্তপাত প্রভৃতি মিথ্যা ঘটনা লোকচক্ষে সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়, তখন দুর্ঘটনাকারিণী যোগমায়া চিচ্ছক্তির অধীশ্বর শ্রীভগবানের লোকচক্ষে এইরূপ ঘটনা প্রদর্শন কিছুই বিচিত্র নয়। এই কথা শুনিয়া যদি কেউ মনে করেন যে রক্তপাতাদি ব্যাপার সত্য না হয়, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐরূপ ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন ও ক্রোধপ্রকাশ লীলা করিলেন কেন? ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরই বা উহা বর্ণনা করিলেন কেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু বিভিন্ন বিগ্রহ হইলেও একই বস্তু। তাঁহারা উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের ভাব অবগত আছেন; সুতরাং লোকচক্ষে একজনের আচরণ প্রদর্শন ও অন্য জনের দর্শন দুই কার্য্যই অচিন্ত্য।

শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং

হরিকথা প্রসঙ্গ

জগতের পালনকর্ত্তা মূলপিতা। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেব। শ্রীবলদেব হইতে বৈকুণ্ঠে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর রূপ শ্রীসঙ্কর্ষণ বিরাজিত। শ্রীসঙ্কর্ষণের ঈক্ষণ হইতে পুরুষাবতারত্রয়ের লীলা প্রকটিত। এই ত্রিবিধ বিষ্ণুতত্ত্বের অভিজ্ঞান জন্মিলে জীব প্রাকৃত-ভোগপরবুদ্ধি হইতে মুক্ত হন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শক্তিমত্তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব নহেন। তিনি যাবতীয় শক্তির প্রভু হইলেও শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তির সহিত সম্বিৎশক্তিমানের সন্ধান প্রদর্শক অনুগত সেবক। তিনি স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও বিষ্ণুর আশ্রয়জাতীয় অর্থাৎ সেবকের লীলা প্রকট করেন বলিয়া তিনি জগদ্‌গুরু। তিনি তত্ত্বতঃ বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়ের লীলাপ্রকটকারী। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন হইলেও তাঁহার ন্যায় বিষয়জাতীয় আশ্রয়বিগ্রহ নহেন। শ্রীগুরুদেব ভোক্তা নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। যাহারা শ্রীগুরুদেবকে শ্রীনিত্যানন্দ বলিতে চায় না, তাহারা গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধ করে। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের করুণাই জীবকে জড়ানন্দ হইতে মুক্ত করিয়া সেবানন্দে অধিকার প্রদান করিয়া থাকে। স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি হইলে জীব আপনাকে ভগবানের নিত্যসেবক বলিয়া জানিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুনিত্যানন্দতত্ত্বও হৃদয়ে উদিত হন। জীবহৃদয়ে সেবাবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব হওয়ার পরেই সেব্যতত্ত্ব শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয়।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণ, মথুরায়—পূর্ণতর এবং গোকুলে—পূর্ণতম। প্রকৃতির অতীত চিন্ময়রাজ্যে অল্পগুণের প্রকাশক হরি—পূর্ণ, সর্ব্বগুণের স্বল্পপ্রকাশক হরি—পূর্ণতর, আর যাঁহাতে অখিল গুণ প্রকাশিত, সেই হরি—পূর্ণতম। দ্বারকেশ কৃষ্ণ—ঐশ্বর্য্যপ্রধান মাধুর্য্যাংশমিশ্র, মথুরেশকৃষ্ণ—মাধুর্য্যপ্রধান ঐশ্বর্যমিশ্র, আর গোকুলেশ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—কেবল মাধুর্য্যময়। শ্রীনন্দনন্দন চৌষট্টি গুণসম্পন্ন। শ্রীবসুদেবনন্দন বাষট্টি গুণসম্পন্ন; শ্রীনারায়ণষষ্ঠীগুণসম্পন্ন। উন্নতোজ্জ্বল মধুররস একমাত্র ব্রজেই অবস্থিত। শ্রীসীতারামের উপাসনা ঐশ্বর্য্যযুক্ত দাস্যরসের ভূমিকাতেই প্রতিষ্ঠিত। গান্ধর্ব্বরীতিতে বিবাহিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরুক্মিণ্যাদি ষোড়শ সহস্র মহিষীগণের পতিপত্নীভাব দাস্যরসেরই প্রকার-ভেদমাত্র। সেখানে মাধুর্য্যরসের নিরঙ্কুশ সৌন্দর্য্য-বিচার প্রস্ফুটিত হয় নাই। ব্রজবাসিগণই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়। তন্মধ্যে শ্রীবার্ষভানবী আবার সবচেয়ে বেশী প্রিয়। তাঁহার সহিত—ব্রজবাসিগণের সহিত দ্বারকাদিলোকের ভক্তগণের তুলনা হয় না। অংশিনী শ্রীরাধা হইতে বিম্বপ্রতিবিম্বরূপে মহিষীগণের বিস্তৃতি; মহিষীগণ তাঁহার প্রাভবপ্রকাশস্বরূপ। সত্যভামা-পতি ক্ষত্রিয়াভিমানী দ্বারকেশ শ্রীবাসুদেব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রাভব-প্রকাশবিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, আর শ্রীরাধা—স্বয়ংরূপা। ব্রজবাসিনীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের সবচেয়ে বেশী প্রিয়, তাহা আমরা মহিষীগণের কথোপকথন হইতে জানিতে পারি। শ্রীসত্যভামা সপত্নীগণের সহিত বলিতেছেন—আমরা কেবল নামে শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, বস্তুতঃ সেই ব্রজবাসিনী গোপীগণের কিঙ্করীগণও আমাদের অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়া। এই কথা শুনিয়া শ্রীরুক্মিণীদেবী বলিলেন—গোপীগণ ইহপরকালের যাবতীয় সাধ্য ও সাধনের অপেক্ষারহিতা ও সাতিশয় তৃষ্ণাতুরা হইয়া পতিপুত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক রাসক্রীড়া-দিরূপ অনির্ব্বচনীয় বিলাসাবলীর দ্বারা সুগোপ্য রীতিতে শ্রীবৃন্দাবনাদির নিকুঞ্জ-কাননাদি স্থানে অপূর্ব্ব বেশবিভূষিত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন; এই কারণেই ব্রজগোপীদের উপরে শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেমবিশেষ আমাদের অপেক্ষা অধিকার উপযুক্ত। কারণ আমরা তাঁহার বিবাহিতা পত্নী, কেবল ধর্ম্ম-কর্ম্ম-পুত্র-পৌত্র-গৃহাদিতে ব্যগ্রচিত্তা। যেহেতু তিনি আমাদিগকে বিবাহ করিয়াছেন, অতএব তিনি আমাদের পতি—এই ভাবিয়াই আমরা গৌরবের সহিত তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকি; কিন্তু গোপীদিগের ন্যায় বিশুদ্ধ পরম প্রেমবৈশিষ্ট্যের দ্বারা তাঁহার সেবা করি না। অতএব গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবিশেষ আমাদের মাৎসর্য্যের বিষয় নহে; পরন্তু পরমোৎকৃষ্ট-জনের সহিত নিকৃষ্ট জনের—স্বামিনীগণের সহিত দাসীগণের যেরূপ সাপত্ন্য ব্যবহার থাকিতে পারে না,

কেবলমাত্র শ্রদ্ধা, সম্যক্ শ্লাঘাযোগ্যতা ও বশ্যত্বাদি-ভাবই থাকে, তদ্রূপ উক্ত ভাবও আমাদের মাৎসর্য্যের বিষয় নহে, পরন্তু অত্যন্ত প্রশংসনীয়ই। কারণ উহা আমাদিগের প্রভুর প্রিয়জনগণের অধীনতা স্বীকাররূপ মাহাত্ম্যই প্রকাশ করিতেছে। শ্রীজাম্ববতী প্রভৃতি অন্যান্য মহিষীগণ শ্রীরুক্মিণীর এই বাক্যের অনুমোদন করিলেন। কেবল শ্রীসত্যভামা ব্রজজনসম্বন্ধে ভগবানের এই সমস্ত কথা সহ্য করিতে না পারিয়া মানাগারে প্রবেশ করিলেন। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া সক্রোধে আদেশ করিলেন—মহামূঢ়া সত্যভামাকে এই স্থানে আনয়ন কর। শ্রীসত্যভামা আগমন করিলে শ্রীভগবান্ কহিতে লাগিলেন—ওরে লঘুচিত্তে সত্রাজিৎ-নন্দিনি! পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ স্বর্গ হইতে একটি পারিজাত পুষ্প আনিয়া দিলে আমি সেই পুষ্পটি রুক্মিণীকে দিয়াছিলাম বলিয়া তুমি যেরূপ মান করিয়াছিলে, আজ শ্রীরাধিকাদিতে আমার সর্ব্বাতিশয় প্রেম থাকাতে তুমি পুনরায় সেইরূপ মান করিতেছ! রে অবরে, (নিকৃষ্ট) তুমি কি জান না যে, আমি ব্রজজনগণের ইচ্ছানুসারে সর্ব্বদা চলিয়া থাকি। তুমি, অন্যান্য পত্নীগণ ও আমার পুত্রসকল অর্থাৎ তোমাদিগের সকলকে পরিত্যাগ করিলেও যদি ব্রজবাসিগণ আপনাদিগের মঙ্গল ভাবেন, তাহা হইলে আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহা সত্য সত্য জানিও যে, এইক্ষণে আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। ব্রহ্মা আমার স্তব করিতে করিতে যাহা বলিয়াছিলেন; তাহা কখনই মিথ্যা নহে। যেহেতু তাহা বৃদ্ধের অর্থাৎ প্রামাণিকের বাক্য। আমি পরমেশ্বর হইয়াও ব্রজবাসিগণের ঋণ পরিশোধ করিতে অসমর্থ। অতএব আমি তাহাদিগের নিকট মহাঋণী—মহাঋণীর ন্যায় চিরকাল পরমবশ্য। ❑

শ্রীগুরু পাদপদ্মের আবির্ভাবের উৎকর্ষতা

শ্রীল গোস্বামীপাদের ভাষণ

গুরুপূজাবাসর, কলকাতা, ২২/০২/২০০৯

পরম আরাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের অশেষ কৃপায় আজ বৈষ্ণবগণের তথা গৌড়ীয় মিশনের শিষ্যগণের দ্বারা আয়োজিত গুরু পূজা বাসরে ভক্তদের মুখ থেকে গুরুদেবের মহিমা এবং শিষ্যদের মহিমা শুনবার সুযোগ হল।

শ্রবণীয় বস্তুর কথাই শ্রবণ করা কর্তব্য। আমরা যে যেই ভূমিকাই থাকি না কেন আজকের দিনে আত্ম-সমীক্ষা করা দরকার। আত্ম-সমীক্ষার দ্বারা জীবের চিত্ত নির্মল ও পরিমার্জিত হয়। সাধারণভাবে আমরা এটা বুঝতে পারি। ভগবানের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনকারী গুরুপাদপদ্ম। তাই তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ সাধিত না হলে জীবের চরম দুর্ভাগ্যের পরিণতি দেখা গিয়েছে বুঝতে হবে। আমরা মরণশীল জীব—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা,
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদাঽমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো,
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥"

—(ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

সমস্ত কালের জন্য এই কথা সত্য। "মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত সমস্তকর্ম্মা ..." কিন্তু কোথায় আমরা সমস্ত কর্ম ত্যাগ করে আসতে পারছি? আর কোথায় বা শরণাগতির জীবন লাভ করতে পারছি? আমরা অমৃতত্ব লাভ করতে

শ্রী গুরু পাদপদ্মের আবির্ভাবের উৎকর্ষতা

পারবো তখনই যখন আমরা মর্ত্য অভিমান ছাড়তে পারবো। মর্ত্য অভিমানের মধ্যে সব মাপা বুদ্ধি থাকে, মায়া থাকে। মায়ার দ্বারা আমরা কখনো মায়াতীত ঈশ্বরকে জানতে পারি না। ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন অসুর নাশন এবং ভক্তগণের পালনের জন্য। তিনি কখনো নিজে আসেন, কখনো মহাভাগবত উত্তমকে পাঠান—পাঠিয়ে জগতে শান্তি এবং সৌহার্দ্র বজায় রাখেন। জগতে যা কিছু ঘটছে সব সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের দ্বারাই ঘটে থাকে। এই ত্রিগুণের অতীত না হলে ভগবানকে জানা যায় না, গুরু বৈষ্ণবকে জানা যায় না। বৈষ্ণব কৃপায় গুরুদেবকে পাওয়া যায়, আর গুরুদেবের কৃপায় ভগবানকে পাওয়া যায়। কৃষ্ণভজন সুগম হত না যদি আমরা গুরুপাদপদ্মকে না পেতাম, গুরুপাদপদ্ম এসে আমাদের নিদ্রিত এবং বিপথগামী অবস্থা কাটিয়ে সঠিক পথে এনে ভগবানের দিকে ফিরিয়ে দেন মুখটা। সেজন্য ভগবান্ যাকে গুরুপাদপদ্মের সান্নিধ্যে নিয়ে আসেন সেই জীব ধন্য। ভগবানের ভজন করতে কারোর কোনো প্রকার সুবিধা-অসুবিধা নাই, যদি সে বুঝতে শেখে।

> ''যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
> কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥''

সেই শ্রেষ্ঠ যিনি ভজন করেন। ভজন পরায়ণ ব্যক্তি গুরুপদ বাচ্য এবং গুরুপাদপদ্ম যদি ভজন শূন্য হয় তাহলে তাকে গুরু করে রাখা যায় না। বিশ্বাস করা যায় না—সে বিশ্বাসঘাতক, প্রভুপাদ আরো কড়া ভাষায় বলতেন 'চতুস্পদ জন্তু বিশেষ'। ভগবান্ ভক্তের অধীনতা স্বীকার করেন, কিন্তু অভক্তের নয়। যেখানে ভক্তি থাকে সেখানে ভগবানের শুদ্ধা আশ্রয় থাকে—সেই আশ্রয়ই ভগবানের কাছে টেনে নিয়ে যায়। আশ্রয়ের অর্থ—আশ্রয়দাতা গুরুপাদপদ্ম। তেনারা গর্ব করেন না, তেনারা ভগবানের আদেশ পালন করেন মাত্র। সেই আদেশ পালনের দ্বারাই গুরুধারা নেমে আসে এবং গুরুধারার দ্বারাই জীবের কল্যাণ সাধিত হয়—জীব ভগবৎ অনুভব লাভ করতে শেখে। ভগবৎ করুণা যদি কেউ একটু অনুভব করতে পারে, তাহলে জগতে যত প্রকার লাভ আছে সব লাভকে তুচ্ছ বলে মনে হয়—

> ''নিবিষ্ট হইয়া তায়, অন্যস্থানে নাহি যায়,
> অন্যরস তুচ্ছ করি,' মানে।''

—এই হল ক্রম। আপাদমস্তক দ্বারা যাঁরা ভগবানকে পূজ্য বুদ্ধিতে ধ্যান করেন—গোপীরা করেন, রাধাঠাকুরাণী করেন—এই ধরণের আদর্শ চোখের সামনে দেখে যারা সেগুলি অনুশীলন করেন—তারা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হন এবং একদিন না একদিন ভগবানের কৃপাভিষিক্ত হয়ে যান। তখন তারা আর ভগবানের পাদপদ্মকে ছাড়তে পারেনা না। সেজন্য ভগবানের পাদপদ্মই জীবের একমাত্র আশ্রয় স্থল হওয়া দরকার। আমরা সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজীবন লাভ করেছি—একথাটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু কেন সুদুর্ল্লভ—এই কথাটা উপলব্ধি করেছি কি? আমরা ভগবানের দিকে অগ্রসর হলে তবেই এর মহিমা, এর দুর্ল্লভতা।

গুরুপাদপদ্মকে উপলব্ধি করে ভগবানের দিকে চলার ক্ষমতা—যা বদ্ধজীবের থাকে না, বা থাকলেও প্রকাশ পায় না, সেই রকম বদ্ধজীবকে ভগবানের দিকে সাম্মুখ্য লাভ করিয়ে দেন যিনি, তিনি হলেন গুরুপাদপদ্ম। শুধু তাই নয়, ভগবানকে, গুরুপাদপদ্মকে যিনি চিনতে শিখেছেন তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব। সেই বৈষ্ণবের দ্বারা জগতের হিত হয় এবং এর দ্বারাই পরস্পর পরস্পরকে সন্নিহিত করে রাখে। ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর নিয়ম নীতিকে তিনি বজায় রেখে যান এবং পরবর্তীকালে সৎ-সাধুর মাধ্যমে তিনি নিজে প্রকটিত থাকেন—এই হল তাঁর বৈশিষ্ট্য। ভগবানের যত যত অবতার আছে তার মধ্যে গৌর অবতার হচ্ছে সব থেকে রম্য অবতার।

> ''আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ
> সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
> বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
> বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥''
>
> (চৈঃ ভাঃ ১।১।১)

এই কলি ধন্য। কেননা এই কলিযুগে রাম-কৃষ্ণ গৌর-নিত্যানন্দ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, হ'য়ে তাঁরা একই তাৎপর্য্যে পরস্পরকে সাহায্য করেছেন। অদ্বৈত-

শ্রীবাসাদি ভক্তগণ এসেছেন। সকলের একই স্বার্থ। জগৎকে সমস্ত অসুবিধার থেকে, সমস্ত বিপথগমনের অভিলাষ থেকে রক্ষা করে সৎপথে ভগবানের দিকে চালানোর চেষ্টা। তাই তো গৌরসুন্দরের এত বড় প্রেমদান লীলা সফল হয়েছে—

"আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজ পর নাহি সবারে দেই কোর॥"

নিজে প্রেমধন আস্বাদন করে সবাইকে আস্বাদন করিয়েছেন। এজন্য তিনি সকলের হৃদয়ে স্থান লাভ করতে পেরেছেন। ভগবান্ এবং ভগবানের ভগবত্বা জ্ঞান যার হয় নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান। সেই ভগবত্বা জ্ঞান দান করেন, সম্বন্ধ বিজ্ঞান দান করেন ভগবানই গুরুপাদপদ্মরূপে এসে এবং তাঁদের প্রেমে প্রেমময় হয়ে তাদের সঙ্গে তিনি সম্বন্ধ করেন। এই হল নীতি। এই নীতি যাঁরা follow করেন তাঁরাই শান্তিলাভ করেন, পরাগতি লাভ করেন এবং জগতের বুকে যত অঘটন আছে সব কিছু থেকে উত্তীর্ণ হয়ে, বিপদের মাথায় পা দিয়ে সর্ব সম্পদের সিদ্ধি ভগবৎ পাদপদ্ম লাভ করতে পারেন। ❑

গুরু চিন্‌বো কেমনে

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ

বৈষ্ণবদর্শনে ভগবৎ সম্বন্ধজ্ঞান শিক্ষাদাতার পরিভাষায় চৈত্যগুরু ও মহান্ত গুরু—এই দুই প্রকার শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। প্রত্যেক জীবহৃদয়ে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থান করে যিনি ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ বৃত্তিবিষয়ে জ্ঞানদানপূর্ব্বক আমাদের শিক্ষা দেন তিনি চৈত্যগুরুরূপে পরিচিত এবং এই চৈত্যগুরুর কৃপায় মহান্তগুরু নির্দিষ্ট হন। মহান্তগুরু দেখে-শুনে বা ভালো করে বুঝেশুনে পাওয়া যায়—এরূপ কথা বৈষ্ণব শাস্ত্রে নেই। পূর্ব সুকৃতিফলে যখন চৈত্যগুরু আমাদের ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা দেন, তখন আমাদেরই আগ্রহাতিশয্যে সৎগুরু বা মহান্ত গুরুর সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়। আমার শ্রদ্ধা বা অধিকার অনুযায়ী ঠিক ঐরূপ গুরুর নিকট পৌঁছে দেওয়া চৈত্যগুরুর কাজ। চৈত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত কেউই মহান্তগুরু বা দীক্ষাগুরুর পাদপদ্মে পৌঁছানোর যোগ্যতা লাভ করে না।

যেকালে জীবের হৃদয় ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ কৈতব চতুষ্টয় দ্বারা দূষিত থাকে, তৎকালে চৈত্যগুরু কোন কুযোগীর সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়। তখন কর্ম্মী-জ্ঞানী বা কোন মিছাভক্তকে মহান্তগুরুরূপে আমার কাছে নিয়ে আসে। কিন্তু কৃষ্ণ প্রসাদজ সুকৃতি পুঞ্জীভূত হলে ঐ জীবের ভক্তিবিবেক বা ভগবানে শ্রদ্ধার বীজ অঙ্কুরিত হয়। ঠিক ঐসময় চৈত্যগুরু কৃপাপূর্ব্বক উক্ত সুকৃতিশালী জীবকে প্রকৃত ভজনশীল বৈষ্ণব গুরুর কাছে পৌঁছে দেয়। ঐরূপ গুরুর প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে দেওয়া চৈত্যগুরুর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এই Process ব্যতীত যারা অন্যভাবে মহান্তগুরু বা দীক্ষাগুরুর কাছে পৌঁছান তাঁদের ভজন অগ্রগতি সচরাচর দেখা যায় না এবং ফলে দৈবাৎ ভক্তিমার্গে আগত কোন সাধককে পতিত হতে দেখা যায়।

চৈত্যগুরু সবার মধ্যেই রয়েছেন। তাঁকে জাগ্রত করার অর্থ এই নয় যে তিনি ঘুমিয়ে থাকেন। তিনি সর্বদা জাগ্রত। তিনি স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রত্যেক জীবের অন্তরে বিরাজমান। জীব তাঁকে জাগাতে পারে না। জীবের কর্ম চৈত্যগুরুকে বাধ্য করায় কোন্ দিকে তাকে নিয়ে যাবে। পাপকর্ম, পুণ্যকর্ম, সুকৃতি ভেদে জীবের গতি। আবার সুকৃতির মধ্যে ভোগোন্মুখী, ত্যাগোন্মুখী ও ভক্ত্যুন্মুখী—এই তিন ভেদ। যেকালে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি আমাদের

সঞ্চিত হয় কেবল তখনই প্রকৃত বৈষ্ণব কৃষ্ণভক্ত গুরুর কাছে আমরা পৌঁছতে পারি। এছাড়া সৎগুরুর নিকট পৌঁছানোর আর কোন রাস্তা বিরল।

এখন প্রশ্ন এই যে, মহান্তগুরুর নিকট পৌঁছানোর পর তাঁকে চিনবো কেমনে? মহান্ত গুরুকে চেনা সহজসাধ্য নয়। চৈত্যগুরু যেকালে আমাকে মহান্ত গুরুর কাছে পৌঁছে দেন সে সময় আমার অধিকার নিতান্তই নিম্ন। স্বল্প সুকৃতিবলে শ্রদ্ধার আভাসমাত্র প্রাপ্ত হয়ে অক্ষজ জ্ঞানে আমরা গুরুর বাস্তব স্বরূপ ধরতে পারি না। গুরুর পরিচয়ের শেষসীমায় পৌঁছানো ভাগ্যবান সাধকের পক্ষেই সম্ভব হয় এবং সাধনের ক্রমোন্নতি তাকে ধীরে ধীরে গুরুর স্বরূপবোধে সাহায্য করে। যখনই কোন ভাগ্যবান চতুর সাধক সাধনে পরিপক্কতা লাভ করতে করতে সিদ্ধির ভূমিকায় পা দেয়, প্রকৃতপক্ষে তখনই মহান্তগুরুর বাস্তব স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়। ঐ সময়ের পরিচয়টি খাঁটি ও পূর্ণ। তৎপূর্বে নিম্ন ভূমিকায় থেকে গুরুকে চেনা বা বুঝে ফেলা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। গুরুর গুরুত্ব দেখার কার্য্যে আমার ক্ষুদ্রত্ব প্রথম বাধা।

গুরুদেব অধোক্ষজ ভগবানের নিত্য সেবক। স্বরূপগত বিচারে জীবে দয়া করার প্রসাদ বিতরণকারীরূপে ভগবানের গুরুতত্ত্বরূপে অবতরণ। জীব মাত্রকেই কৃষ্ণসেবাতৎপর করবার উদ্দেশ্যে শ্রীগুরুদেবের ইহ জগতে আগমন। তিনি পদ্মপত্রোস্থিত জলের ন্যায় অনাসক্তভাবে সংসারের বিষয় সকল গ্রহণ করিয়াও বিষয় সম্পর্ক শূন্য। তথাপি তাঁর বাহ্য স্বভাববৃত্তি আমাদের নিকট ভিন্নতা লাভ করতে পারে। আমার দর্শনে তিনি কেমন এটা নির্ভর করবে আমার অধিকারের উপর। সেই সঙ্গে আমার অধিকার অনুপাতে গুরুদেবের কৃপাদৃষ্টি আমার উপর বর্ষিত হবে। ঐ কৃপাদৃষ্টির আলোকে আমরা গুরুদেবের স্বরূপগত বা তাত্ত্বিক পরিচয় লাভ করতে পারি। শ্রীল প্রভুপাদের ‘‘উপাখ্যান উপদেশ’’-এ এক খামখেয়ালি জমিদারের রাত্রিকালীন সূর্যদর্শনের কথা শুনতে পাই। সূর্যের আলোকে সূর্যকে দেখা ব্যতীত সেক্ষেত্রে অন্যকোন পন্থা বা উপায় নাই। গুরুদেবের ক্ষেত্রেও তাই। সাধকের সাধনযোগ্যতা বা সাধন পরিপাটি গুরুকৃপার অবতরণ করায় এবং ঐ কৃপার আলোকে সাধক গুরুদেবকে স্পষ্টরূপে দেখতে পায়। তখন গুরুদেবের বাহ্য ক্রিয়া দর্শনে ন্যায়-অন্যায় বিচার স্তব্ধীভূত হয়। গুরুদেব স্বরূপতঃ ঠিক কি না সেটি বাহ্যদর্শনে ধরা পড়ে না, শ্রদ্ধাযুক্ত-ভক্তিযুক্ত দৃষ্টির দ্বারা ধরা পড়ে মাত্র। সেক্ষেত্রে চৈত্যগুরুরও ভূমিকা কম নয়।

শাস্ত্রে শিক্ষাগুরুকেও দুভাগে ভাগ করা হয়েছে—অন্তর্য্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ। অন্তর্য্যামীগুরু একজন হলেও ভক্তিশিক্ষা গুরুর সংখ্যা অনেক। মহান্তগুরুকে চিনতে গেলে দুইয়ের ভূমিকা কম নয়। অন্তরে পূর্ব সংস্কারবশতঃ পাপপ্রবৃত্তি, হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য এবং কপটতাদি বাসাবেঁধে বসে থাকলে চৈত্যগুরু চুপচাপ থাকেন। আমাদের স্বতন্ত্রতায় বাধা না দিয়ে সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান এটাও তাঁর একটি অন্যতম Function। সেক্ষেত্রে অন্যান্য অধিকারী বৈষ্ণব শিষ্য গুরুরূপে মৌন থাকতে পারেন না। তিনি চৈত্যগুরুকে জাগ্রত করতে সাহায্য করেন এবং সাধকের দোষত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে মহান্ত গুরুর নিকট পৌঁছানোর যোগ্যতা দান করেন। এইসকল বিষয়ে একটা জিনিস বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে—সেটি হল অপরাধ। গুরুবৈষ্ণবে মাৎসর্য্যপরায়ণ বা অপরাধী সেবক বাহ্যদৃষ্টির উপর ভরসা করে কখনই গুরুকে চিনতে পারে না।

হয়ত কোন কারণবশত সাধক ভুল করতে পারে অথবা প্রাকৃত দর্শনে গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা করতে পারে, সেক্ষেত্রেও বাঁচবার রাস্তা রয়েছে। গুরুপাদপদ্মে সংশয় বা সন্দেহের কোন ঔষধ নেই ঠিকই। তথাপি অন্তর্যামী ভগবানের নিকট নিরন্তর ক্রন্দনপূর্ব্বক ঐ সন্দেহ, সংশয় বা অপরাধ দূর হতে পারে। এই রাস্তা অবলম্বন করবার Mentality-ও সাধকের সহজে আসে না। তার জন্য ভাগ্য চাই। সাধনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা, ভগবানের নিত্যসেবা লাভের লোভ যদি সাধকের হৃদয়ে থাকে তাহলে উপরোক্ত মানসিকতা automatically এসে যায়। ঐরূপ সাধক তখন ধীরে ধীরে এগোতে এগোতে কেবল নিজগুরু নয়, গুরুবর্গ তথা ভগবানকেও স্বরূপতঃ দেখতে পায় বা দর্শনলাভের অধিকারী হয়। ❑

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি

শ্রীগৌড়ীয় ১১শ খণ্ড হইতে সংগৃহিত

বর্ত্তমানে আমরা কাহাকে যুগধর্ম্ম বা যুগকল্যাণ মনে করি?

তামসিকতাচ্ছন্ন গণ-প্রতীককে রজোভাবের গণ-প্রতীক করিয়া গড়িয়া তোলা, আর তাহাতে রজোভাবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাই ধর্ম্মের বাজারে একটা নূতন ফ্যাসানের নূতন জিনিষরূপে আমদানী হইয়াছে। সেজন্য সকল লোকই দেখাদেখি উত্তেজনায় উহারই গ্রাহক হইয়া পড়িয়াছে। আমরা দেশের সুবিধা, সমাজের সুবিধা, জাতির মঙ্গল প্রভৃতি বুঝিতে বুঝিয়াছি—ইন্দ্রিয়-তর্পণ। আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ, আর আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ-কার্য্য যে-ক্ষেত্রে পরস্পর সম্বর্দ্ধিত, কর্ষিত ও পুষ্পিত হইতে পারে, সে ক্ষেত্রের বা তাহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিস্তারই আমার বিচারে আমাদের সুবিধা, জগতের সুবিধা, জাতির সুবিধা বা দেশের সুবিধা। সেখানে কৃষ্ণ-বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়-তর্পণ—'০' (শূন্য), অথবা ''উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ''। কাজেই আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ বিষ্ণুমায়া আমার নিকট যে-সকল দৃশ্য উপস্থিত করিয়াছেন ও নিয়ত করিয়া থাকেন, তাহাতে আমি শুদ্ধসত্ত্বকে 'তামসিক' ও তামসিককে 'শুদ্ধ সত্ত্ব' মনে করিয়া রজোগুণ—যাহা ইন্দ্রিয়-চালনা বা ইন্দ্রিয়তর্পণের সাধক ও যন্ত্র, তাহাকেই বহুমানন করিয়াছি। আর উপনিষদুক্ত বিরোচনের মত বহির্ম্মুখ গণ-কোটির বহির্ম্মুখতার সহিত সমসুরে বাজিয়া উঠে যে-সকল আপাত যুক্তি, তদ্দ্বারা গণপ্রতীকের নিকট রজোভাব—যাহা পশুভাবে পুষ্ট হয় এবং তমোভাবে পুনরায় বিনষ্ট হয়, সেই সকল কথা প্রচার করিয়া পরম মঙ্গলময়ী আত্মধর্ম্ম-প্রবোধিনী হরিকথাকে বৌদ্ধস্তূপের মধ্যে সমাধি দিবার যত্ন করিতেছি!

আমরা যে-গুলিকে 'ধর্ম্ম' বা 'ধর্ম্মমত' বলি, সেইগুলি সকলই পরিবর্ত্তনশীল, তাৎকালিক দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, খেয়ালের ধর্ম্ম বলিয়া এবং আমরা সেই ভূমিকায় চড়িয়া কাম্‌লা রোগীর সমগ্র জগৎটাই হল্‌দে রং দেখিবার ন্যায় 'ভক্তি'কে আমাদের নিজেদের উপমায় ও আমাদের অজ্ঞতামূলক অভিজ্ঞতায় কাম-ক্রোধাদির ন্যায় একটি সাময়িক উচ্ছ্বাস বা ভাবপ্রবণতা মনে করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মকেও তাৎকালিক মনে করি। আমরা অধিকাংশ সময়ই আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর সমালোচনার অবৈধ মুরুব্বিয়ানা দেখাই বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সম্বন্ধেও ঐরূপ সমালোচনা করি। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা নিরপেক্ষকর্ণে শুনিবার মত আমাদের ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা মোটেই নাই। ভোগের নামে কাম, ক্রোধ, আসক্তি বা 'ত্যাগে'র নামে কাম, ক্রোধ, আসক্তি প্রভৃতির প্রচ্ছন্ন তীব্র উত্তেজনা আমাদিগের মেধাকে এত চঞ্চল করিয়া দিয়াছে যে, আত্মধর্ম্মের সহিত মনোধর্ম্মের তফাৎ কোথায়, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত চেতনের ধর্ম্মের সহিত অন্যান্য সাময়িক ও তাৎকালিক কথাগুলির প্রভেদ কোথায়, তাহা আমরা না বুঝিয়া কোনও সময় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত সিদ্ধান্তের স্পষ্ট নিন্দা, কোন সময় বা অন্যান্য দেহধর্ম্ম মনোধর্ম্ম বা তাৎকালিক প্রয়োজনের মতবিশেষের সহিত সমন্বয় করিয়া অর্থাৎ গোঁজামিল দিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচ্ছন্ন-নিন্দা করিয়া থাকি। এ কথা আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে, অবতারী শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় ভগবদাবতার বৌদ্ধদেব ও শঙ্করাবতার আচার্য্য শঙ্কর যেরূপ তাৎকালিক প্রয়োজনানুযায়ী মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভাগবতধর্ম্ম—যাহা প্রত্যেক নির্ম্মল আত্মার নিত্যা স্বাভাবিকী বৃত্তি, তাহা সেরূপ নহে, কিংবা ভাগবতধর্ম্মেরই বিভিন্ন বিকৃতি ও সোপানস্বরূপ যে-সকল মত জগতে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কথা কে কিরূপ বুঝিয়াছি

সহিতও ভাগবতধর্ম্মের সমন্বয় হইতে পারে না। ভাগবতধর্ম্মই—আবরণ-নির্ম্মুক্ত প্রত্যেক কালের, প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জীবের একমাত্র নিত্যস্বভাব বা ধর্ম্ম। ইহাই একমাত্র নিত্য সত্য।

অপর ভ্রমঃ—গৌড়ীয় মঠের কথা সাম্প্রদায়িক ঃ

সমাধান—কিন্তু এই অকৈতব অদ্বিতীয় সত্য কথাকে আচ্ছন্ন করিবার জন্য বা অত্যন্ত বহির্ম্মুখ জনসমাজ হইতে এই সুগোপ্য রত্নসম্পুটকে সংরক্ষিত করিবার জন্য অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াদেবী এক বিষম মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন। যাহারা মনে-প্রাণে, অন্তরে-বাহিরে—অন্তরাত্মায় অকপটভাবে অকৈতব সত্য-প্রার্থী নহে, তাহাদের কর্ণে মায়াদেবী বিরুদ্ধ মন্ত্রণা দিয়া বলিয়াছেন—"ভাগবতগণের—শ্রীচৈতন্যমতাবলম্বি-গণের ঐরূপ 'নিজের দিকে ঝোল-টানা' কথায় ভুলিও না। একমাত্র তাঁহাদের মতটাই খাঁটি—সার্ব্বকালিক, সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক; আর অপরের মতগুলি সব সাময়িক, বিকৃত ও আংশিক! ইহাও কি কখনও হইতে পারে? এমন কি, স্বয়ং বুদ্ধ, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের মতগুলি যদি তাৎকালিক প্রয়োজনানুযায়ী হয়, তবে কেনই বা চৈতন্যের প্রচারিত মত বা ভাগবতধর্ম্ম তদ্রূপ হইবে না? ইহা চৈতন্যমতাবলম্বিগণের সাম্প্রদায়িকতা—নিজেদের মতকে বড় করিবার চেষ্টা। সুতরাং আমরা পঞ্চায়েৎ বসাইয়া পঞ্চায়েতের কলের পুতুল—পঞ্চায়েতের পতাকার অগ্রে উত্তোলিত ও তদ্দ্বারা নির্ব্বাচিত কোন ব্যক্তি বা সমষ্টির দ্বারা ইহার একটা মীমাংসা করিব। কাহাকেও চটাইবার দরকার নাই, আমাদের মূলে যখন বাস্তব পরমেশ্বরই নাই—তাঁহার নিত্যরূপ নাই, নিত্যগুণ নাই, নিত্যলীলা নাই, সব শূন্য—সব নির্ব্বিশেষ—সব নিরাকার, তখন যাহারা যেরূপভাবে ধর্ম্মের পুতুলখেলা খেলিতে চাহে, তাহাদিগকে তাহাই অনুমোদন করিয়া মধ্য হইতে আমাদের মোড়লী, মাতাব্বরীর প্রতিষ্ঠানটুকু—লোকপ্রিয়তাটুকু অর্জ্জন করিয়া লই না কেন? একটা ভোগা দিয়া সকল পক্ষেরই যদি মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে সকল পক্ষের লোকই আমাদিগকে মানিবে। আমরাও ধর্ম্মের সমন্বয়কারী বলিয়া লোক-পূজিত হইব—আমাদের এই মতটাকেই শ্রেষ্ঠমত—সার্ব্বজনীন উদার মত প্রভৃতি বলিয়া একটা অবগুণ্ঠিত অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিতে পারিব—আর ঐরূপ "তুমভি চুপ, হাম্‌ভি চুপে"র আড়ালে স্ব স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ-সাধন-কার্য্যটাকেই যুগধর্ম্ম বলিয়া ভাগবতের—শাস্ত্রের—শ্রুতির—স্মৃতির—পঞ্চরাত্রের কথিত যুগধর্ম্ম যে একমাত্র হরিকীর্ত্তন, তাহাকে খুব কৌশলে যূপকাষ্ঠে বলি দিতে পারিব!

শ্রৌত শাস্ত্র-স্বীকারই কি তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা?

হরিকীর্ত্তনই যে একমাত্র যুগধর্ম্ম, তাহা বর্ত্তমানে বাতিল হইয়া গিয়াছে, বারোয়ারী বা পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তে তাহা তাৎকালিক ধর্ম্ম অথবা বহুবিধ মত বা পথের অন্যতম একটা মত বা পথ বলিয়া সিদ্ধান্তিত হওয়ায় কোনও প্রকারে ওষ্ঠাগত-প্রাণ মুমূর্ষু ভিক্ষুকের মত লোকসঙ্ঘের কৃপার দিকে চাহিয়া—পথের এক কোণে পড়িয়া রহিয়াছে। আর যেসকল মতে ভোগ ও ত্যাগের বাহ্যপোষাকের অভ্যন্তরে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ, সম্ভোগবাদ অর্থাৎ কৃষ্ণকে কলা দেখাইয়া নিজেরাই প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্টভাবে কৃষ্ণের স্থলাভিষিক্ত হইবার মনোভাব প্রবল, সেই সকল ধর্ম্মই যুগধর্ম্মের ধ্বজা লইয়া গজাইয়া উঠিয়াছে। ❑

শ্রীল গোস্বামীপাদের বাণী

১। শ্রবণীয় বস্তুর কথাই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

২। অবিশ্বাসের বস্তুকে বিশ্বাসের বস্তু যিনি করাতে পারেন তিনিই আচার্য্য।

৩। জগদগুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জগতের অন্ধকারের কালিমা মুক্ত করে যে Light-এর সন্ধান দিয়েছেন তাঁরই মহান কীর্ত্তি এই গৌড়ীয় মিশন।

পারমার্থিক-প্রদর্শনী

গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত

শিক্ষণীয় বিষয়—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতি-
বুদ্ধির্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ ॥
(পদ্মপুরাণ)

মন্দিরে ভেট-প্রথা বা জুলুম—ইহাও একপ্রকার শালগ্রাম-দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিবার ন্যায়ের প্রকারবিশেষ। শ্রীবিগ্রহকে সাক্ষাৎ ভগবদর্চ্চাবতার জানিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে ব্যবসায়ের পণ্য দ্রব্য জ্ঞান হইতে ঐ প্রকার জুলুম করিয়া ভেট-আদায় এবং তদ্দ্বারা নিজেন্দ্রিয় বা নিজভোগ্য পরিজনগণের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি করাইবার দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। যিনি ভগবদ্দর্শন করেন এবং যিনি ভগবদ্দর্শন করান, তাঁহারা উভয়ই ভগবানের সেবা-বুদ্ধি-বিচার-সম্পন্ন হইবেন। ভগবানের দ্বারা আমার ভোগের বা ভগবানের সেবার নামে আমার কোন প্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রয়োজন-সিদ্ধি করাইয়া লইব—এইরূপ বুদ্ধি ভেট-আদায় নামক গর্হিত কার্য্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে। ভগবানকে সর্ব্বস্ব দ্বারা সেবা করিতে হইবে। সেই সর্ব্বস্ব সমর্পণ সেবোন্মুখতা ফলেই সাধিত হইতে পারে। কোন নির্দ্দিষ্ট মাশুল দ্বারা ভগবদ্দর্শন কিনিয়া লওয়া যায় বা অপরে তাহা বিক্রয় করিতে পারে—এরূপ বুদ্ধি অত্যন্ত প্রাকৃত ও অপরাধময়। ভগবান্ যখন তাঁহার স্বীয় তনূ প্রকাশ করেন, তখনই জীব সেবোন্মুখ-চিত্তে তাঁহা দর্শন করিতে পারেন। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবান্ তাঁহার স্বরূপ আবৃত করিলে জীবের ভগবদ্দর্শনের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং কোন জীব সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবানের অতিমর্ত্ত্য দর্শনামৃত প্রাকৃত মাশুলের দ্বারা বিক্রয় বা ক্রয় করিতে পারেন না। যাঁহারা ভগবদ্‌বিগ্রহকে তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের বস্তু বা বাগানের মালি, জমির রাইয়ত প্রভৃতির ন্যায় হুকুম তামিলকারক ব্যক্তিবিশেষ মনে করেন, তাঁহারা ভগবানকে মন্দিরে দাঁড় করাইয়া তাঁহার দর্শন (?) বিক্রয়-পূর্ব্বক নিজ-ভোগের কনক সংগ্রহ করিবার অপরাধময়ী চেষ্টা প্রদর্শন করেন। এইরূপ মাশুলবিনিময়ে যাঁহারা ভগবদ্দর্শন করাইবার ছলনা দেখান বা ভগবদ্দর্শন করিতে যান, তাঁহারা উভয়ই ভগবদ্দর্শন না পাইয়া মায়াবৃত ভোগ্য বস্তুকে দেখিয়া আসেন এবং মায়া লইয়া ঐরূপ ব্যবসায় করেন। এবম্বিধ অপরাধময়ী প্রথা ভগবদ্ভক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

শিক্ষণীয় বিষয়—

আপদ্যপি চ কষ্টায়াং ভীতা বা দুর্গতোঽপি বা।
পূজয়েন্নৈব বৃত্ত্যর্থং দেবদেবং কদাচন ॥
(শ্রীযামুনাচার্য্যকৃত আগমপ্রামাণ্য-ধৃত পরমসংহিতা-বাক্য)

বহু কষ্ট-দশাতেও অথবা ভীত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন হইয়া কখনও বৃত্তির নিমিত্ত দেব-পূজা করিবে না।

"যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্ ॥
(ভাঃ ৭।১০।৪)

যে ব্যক্তি আপনা হইতে ভোগ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে, বণিক্।

আখড়া, না অক্ষক্রীড়ার স্থান?

বর্ত্তমানে অনেকস্থলে আখড়ার নামে কলি-সদন রচিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে জানা যায়, কলি বৈষ্ণব-মহারাজ পরীক্ষিতের রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া পাঁচটি স্থানে তাহার বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। দ্যূত অর্থাৎ তাসপাশাদি খেলা, পান অর্থাৎ মদ্য-গঞ্জিকা যাবতীয় মাদকদ্রব্য গ্রহণ অর্থাৎ নিজ-স্ত্রীতে আসক্তি অথবা পর-স্ত্রীতে অবৈধ প্রণয়, সূনা অর্থাৎ পশুবধ এবং জাতরূপ অর্থাৎ ভোগ-সাধক অর্থে স্পৃহা। ভগবানের মন্দির বা মঠাদি নিরন্তর প্রাণময়, চেতনময়, ভগবৎকথা-কীর্ত্তনাদিতেই মুখরিত থাকিবে। সেখানে এমন কোন প্রকার ছিদ্র থাকা উচিত নয়, যাহাতে কলি তাহার উক্ত পঞ্চপ্রকার স্থানের কোন একটি প্রাপ্ত হইয়া তথায় প্রবেশ

করিতে পারে। শ্রীগৌড়ীয় মঠ সম্পূর্ণ কলি-নির্ম্মুক্ত প্রতিষ্ঠানের আদর্শ। সেখানে মহাভাগবত জগদ্গুরু শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে অনুক্ষণ চেতনময় হরিকীর্ত্তনের দ্বারা সকলের হৃদয়ে সেবা-বৃত্তির নবনবায়মান প্রদীপ-শিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন প্রকার দ্যূতক্রীড়া অর্থাৎ লোকবঞ্চনা করিয়া নিজের ভোগ্য-সামগ্রী আহরণ, কোন প্রকার মাদক-দ্রব্য-সেবা অর্থাৎ তাম্বূল, তাম্রকূট, গঞ্জিকা, মদ্য, চুরট, বিড়ি প্রভৃতি কোন প্রকার নেশাগ্রহণ, কোন প্রকার যোষিৎসঙ্গ, কোনপ্রকার পশুবধ বা আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা, কোনপ্রকার নিজের ভোগ-সংগ্রহের জন্য অর্থাদি-গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারের বিন্দুমাত্রও বাস্তবতায় দূরে থাকুক, গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের স্বপ্ন-রাজ্যেও নাই। গৌড়ীয় মঠ একদিকে যেমন কলি-সদন আখ্ড়াবাড়ী প্রভৃতির তীব্র প্রতিবাদের প্রতীক, আবার অপরদিকে তেমনি অনুক্ষণ হরিসেবাময়, চেতনময়, প্রাণময় প্রতিষ্ঠানের বাস্তব-আদর্শ। 'সেবাদাসী' প্রভৃতি সংরক্ষণের নামে যে ব্যভিচারের তাণ্ডব-নৃত্য মর্কট-বৈরাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা কখনও ভক্তিরাজ্যের কোন প্রকার ব্যাপার নহে; পরন্তু কপটতাময় ঘৃণ্য দৌরাত্ম্য। যাঁহারা মনে করেন যে, ব্যভিচার ও হরিভক্তি দুইটিই যুগপৎ চলিতে পারে, তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়া। সেই প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ভোগময় আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনাপর মত কখনই ভক্তি-রাজ্যের কথা নহে, তাঁহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিবার জন্যই এই দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

শিক্ষণীয় বিষয়—

অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্ ॥
অমূনি পঞ্চ স্থানানি হ্যধর্ম্মপ্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ ॥
অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ ॥

(ভাঃ ১।১৭।৩৮-৪১)

'গোরার আমি, গোরার আমি' মুখে বলিলে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥
লোক-দেখান গোরা-ভজা তিলকমাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি ॥
বৈরাগী ভাই গ্রাম্য কথা না শুনিবে কানে।
গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে যবে মিলিবে আনে ॥
স্বপ্নেও না কর ভাই স্ত্রী-সম্ভাষণ।
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই আসিয়াছ বন ॥
যদি চাহ প্রণয় রাখিতে গৌরাঙ্গের সনে।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে ॥

(প্রেমবিবর্ত্ত)

গৌরনাগরী—

'নাগরী' অর্থে—বিদগ্ধা নারী। যে কামিনী গোপনে প্রেমাসক্তা হয়, তাহাকে 'নাগরী' বলে। মেদিনী বলেন,—'বিদগ্ধে নগরোদ্ভবে চ নাগরং'। যদিও যোগ-বৃত্তিতে 'নগরে ভবাঃ নাগরী' অর্থাৎ নগরে জাতস্ত্রী 'নাগরী'—এইরূপ অর্থও হয়, তথাপি 'রূঢ়ি যোগং অপহরতি'—এই ন্যায়ানুসারে 'নাগরী' শব্দে—বিদগ্ধা বা রসিকা রমণীই বুঝাইয়া থাকে। অর্থাৎ 'নাগর' বা 'নাগরী' শব্দে—লম্পট পরপুরুষ বা কামমুগ্ধা পরস্ত্রী বুঝায়।

ঔদার্য্য, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য—এই ত্রিবিধ চিদ্বিলাসের বৈচিত্র্য নষ্ট করিবার জড়ভেদপরা-বুদ্ধি হইতেই অনর্থ-প্রসূ গৌরনাগরীবাদ উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। গৌরনাগরীর কৃষ্ণে ও গৌরে ভেদ-বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। কৃষ্ণই যে বিপ্রলম্ভস্বরূপে শ্রীগৌরসুন্দর বা মহাভাবচিত্ত, আবার গৌরই যে তাঁহার সম্ভোগময়স্বরূপে 'নাগর' বা রসরাজ—এ কথা গৌরনাগরীর ধারণায় নাই। তাই গৌরনাগরী মনে করেন যে, গৌরের হাতে যদি বাঁশী না দেওয়া যায়, দ্বিজরাজ গৌরকে যদি গোপালে পরিণত না করা যায়, সন্ন্যাসি-শিরোমণি গৌরকে যদি চেলচৌর সাজান না যায়, তাহা হইলে গৌরই যে কৃষ্ণ—একথা প্রমাণিত হয় না, কিম্বা গৌরের পূর্ণ ভগবত্তায় কিছু কম্তি থাকিয়া যায়। গৌরসুন্দর কৃষ্ণ নহেন, লীলার বৈশিষ্ট্য নিত্য নহে—এরূপ সন্দেহ বা নাস্তিক্যবাদ হইতে এবম্বিধ লীলা-বিপর্য্যয়-চেষ্টাযুক্ত গৌরনাগরীবাদের উৎপত্তি।

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীকূর্ম্ম, শ্রীবরাহ—ইঁহারা সকলেই তত্ত্বতঃ এক অর্থাৎ সকলেই স্বাংশ বা লীলাবতার। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যদি নৃসিংহ-লীলায় শ্রীরামচন্দ্র-লীলা, রামচন্দ্র-লীলায় বরাহ বা কূর্ম্ম-লীলা বসাইবার চেষ্টা দেখাইয়া লীলার প্রতি কালক্ষোভ্য ভাবের আরোপ করেন, তবে তাহা ব্যক্তিগত অপরাধোত্থ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিলেও সেইরূপ ব্যাপারে শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীসীতাদেবী, শ্রীবজ্রাঙ্গজী কিম্বা শ্রীনৃসিংহ বা শ্রীপ্রহ্লাদের কোনরূপ সহানুভূতি, অনুমোদন বা সম্বন্ধ নাই।

গৌরসুন্দর তাঁহার যে স্বরূপে ও যে লীলায় গোচারণ করেন, বংশীধারণ করেন বা বিদগ্ধ চাতুর্য্যাদি নায়ক-চরিত্র প্রদর্শন করেন, তাহা সেই গৌরসুন্দরেরই সম্ভোগময় কৃষ্ণস্বরূপ, কিন্তু তাহা রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ বা গৌরস্বরূপ নহে। যদি কৃষ্ণ ও গৌর দুইজন পৃথক্ ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে বলা যাইতে পারিত যে, এক ব্যক্তিতে বৈদগ্ধ্যাদি ভাব বর্ত্তমান, আর এক ব্যক্তিতে সেইটি নাই, সুতরাং তিনি পূর্ব্ব ব্যক্তি হইতে ছোট। শ্রীগৌরসুন্দর আশ্রয়ালম্বনের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব বলা হইতেছে না; পরন্তু তাঁহাকে বিষয়বিগ্রহ জানিয়া আশ্রয়জাতীয় লীলার প্রকটকারী ও বিতরণকারী ঔদার্য্যবিগ্রহরূপে দর্শন করিবার কথাই বলা হইতেছে। মুরোকলু নারদ সাজিয়া অভিনয় করিতেছে, তৎকালে যদি কেহ তাহাকে 'নারদ' না জানিয়া 'মুরোকলু' জানেন, তাহা হইলে তাঁহার অভিনয়-দর্শনের ফল লাভ হয় না। ভগবান্ তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় তাঁহার যে লীলার যে স্বরূপটি যে প্রকার বিচিত্রতায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে সেইরূপ ভাবেই গ্রহণ না করিয়া আরোহবাদমূলে নিজের খেয়াল পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টা জড়কাম ব্যতীত আর কি? শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভুর 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ'—এই পদটি ভাল করিয়া বিচার করিলেই গৌরনাগরীর ভ্রম ঘুচিতে পারে।

গৌরনাগরীগণের পুস্তকে মহাপ্রভুকে এইরূপভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে,—

"নদীয়া-নাগর, রসের সাগর,
যুবতী-ধরম-চোর।
মো সনে চাতুরী, করে ঠারাঠারি,
যৌবন নহে অঙ্কুর ॥"

(বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-পত্রিকা)

শ্রীললিতমাধব নাটকে শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু যাঁহাকে 'দ্বিজকুলধিরাজস্থিতিঃ', শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যাঁহাকে 'যুগধর্ম্মপালদ্বিজবর,' শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর যাঁহাকে 'সন্ন্যাসিশিরোমণি' প্রভৃতি স্তবে বন্দনা করিয়াছেন, সেই জগদ্গুরু আচার্য্য-শিরোমণি-লীলাভিনয়কারী পুরুষকে 'নদীয়ানগরের বিপ্রাদি পরপত্নীরত', যুবতী ধর্ম্মনাশকারী 'লম্পট' কল্পনা করা কি অপরাধের চরমসীমা নহে? হরিবৈমুখ্যের শেষ সীমায় উপনীত না হইলে কি জীব কখনও গুরু বা গুরুপত্নীকে 'কামুক' বা 'কামুকী' বলিয়া ভাবনা করিতে পারে? তাঁহাদিগকে ঐরূপ বিশেষণে বিশিষ্ট করা দূরে থাকুক্, স্বপ্নেও যদি গুরু ও গুরু-পত্নীর প্রতি ঐরূপ মর্ত্ত্যবুদ্ধি উদিত হয়, তবে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে, আমরা অত্যন্ত দুর্দ্দৈবগ্রস্ত হইয়াছি।

গৌরনাগরীর বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে (?) নাগরী সাজিবার যুক্তিও এইরূপ। গৌরনাগরী বলেন, গৌরই যখন কৃষ্ণ, তখন বিষ্ণুপ্রিয়াও রাধিকা! রাধিকা ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পার্থক্য এইমাত্র যে, রাধিকা পারকীয়াভিমানিনী ব্রজনাগরী-শিরোমণি ছিলেন, আর বিষ্ণুপ্রিয়া স্বকীয়াভিমানিনী নদীয়া-নাগরী! যেমন ব্রজনাগরীরত্ন রাধিকার আনুগত্যে গোপনাগরীগণ সম্ভোগরসময়বিগ্রহ রাধাবল্লভ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধান করিয়াছেন, তদ্রূপ আমারও বিষ্ণুপ্রিয়াকে 'গৌরনাগরী-শিরোমণি' (?) কল্পনা করিয়া এবং আমাদিগকে তদনুগত গৌরনাগরী সাজাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার আনুগত্যে (?) গৌরাঙ্গের (যিনি বিপ্রলম্ভবিগ্রহ হইলেও আমাদিগের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সম্ভোগবিগ্রহ সাজিতে বাধ্য) ইন্দ্রিয়তর্পণ (গৌরাঙ্গের প্রকৃপক্ষে 'ইন্দ্রিয়তর্পণ' কি, তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া আমাদিগের আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা বা বাসনাকেই গৌরাঙ্গের ইন্দ্রিয়তর্পণ বলিয়া বলপূর্ব্বক স্থাপন করিয়া) সাধন করিব।

শ্রীগৌরসুন্দর যদি সম্ভোগরসের বিগ্রহের অর্থাৎ

পারমার্থিক-প্রদর্শনী

নাগরলীলাই প্রদর্শন করিবেন, তাহা হইলে ব্রজলীলার নিত্যসিদ্ধা গোপী শ্রীগদাধর (রাধিকা), শ্রীস্বরূপ দামোদর (ললিতা), শ্রীরামানন্দ (বিশাখা) মহাপ্রভুর সম্মুখে থাকিয়াও কেনই বা তাঁহাকে রসরাজ বা নাগর বলিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার বিপ্রলম্ভময়ী লীলারই পরিপোষক অর্থাৎ (তাঁহারাও নাগররূপে গৌরসুন্দরকে ভোগ করিয়া রসাভাস করিবার পরিবর্ত্তে) কৃষ্ণান্বেষণ-লীলারই সহায়ক হইয়াছিলেন?

কোথায় শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় নানা অনর্থযুক্ত ভোগোন্মুখ জীবগণকে অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য কৃষ্ণভজনপর দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আদর্শ-স্থাপনকল্পে নদীয়ানগরে গার্হস্থ্য-লীলার অভিনয় করিলেন, দৃষ্টিকোণে ও নদীয়ানগরের স্ত্রীমূর্ত্তি-দর্শন কিম্বা 'স্ত্রী' হেন নাম শ্রবণ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনের লীলা দেখাইয়া (চৈঃ ভাঃ আঃ ৫।২৯) নিজ জগদ্গুরুত্ব-লীলার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিলেন এবং অনর্থমুক্ত জীবগণকে রাগমার্গে কৃষ্ণভজনের আদর্শ-প্রদর্শনকল্পে সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলার পর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়ালম্বনের অনুগাভিমানে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করিলেন, আবার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের গার্হস্থ্য-লীলায় মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-প্রদান-লীলার সহায়কারিণীর আদর্শ এবং শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাস-লীলার পর গৌরেচ্ছা-পূর্ত্তিময়ী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মাতা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরেরই প্রদর্শিত লীলা অনুসরণপূর্ব্বক সাক্ষাৎ বিপ্রলম্ভ স্বরূপা শ্রীমূর্ত্তিতে দীপ্তিমতি থাকিয়া জগজ্জীবকে—নদীয়ার স্ত্রীগণকে আদর্শ-শিক্ষা দিলেন। আর গৌরনাগরী আজ সেই লোকশিক্ষক জগদ্গুরু ও লোকশিক্ষয়িত্রী মহার্য্যা মহেশ্বরীর শিক্ষা অনুসরণ করা দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে নাগর-নাগরী সাজাইয়া সেই ছলে নিজ জড়সম্ভোগপিপাসা তৃপ্তি করিবার কপটতা-উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হইতেছে! গৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক-প্রদর্শনীতে এই সকল সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, রসাভাসপূর্ণ, আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণপর অপরাধময় মতবাদ কখনই মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল ভক্তিধর্ম্ম নহে— ইহা জানাইবার জন্যই ঐরূপ আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। ❑

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব

(সজ্জনতোষণী পত্রিকার ৪র্থ খণ্ড হইতে উদ্ধৃত)

মলয় সমীর, বহে মন্দ ধীর, বসন্ত আগমে, প্রফুল্ল সবে।
কোকিল কুজন, ভ্রমর গুঞ্জন, আনন্দ বর্ষণ, হইল ভবে॥
স্তবকে স্তবকে, পুষ্প লয়ে বুকে, উৎফুল্ল বল্লরী, নাচিছে ওই।
উচ্চ তরুরাজি, ফল ফুলে সাজি, দাঁড়াইয়া আছে, বিনত হই॥
প্রকৃতির সনে, মানবের মনে, আনন্দ উচ্ছ্বাস, উদয় হল।
ফাল্গুনি পূর্ণিমা, আনন্দের সীমা, গৌরাঙ্গ যেদিন, জনম নিল॥
কষিত কাঞ্চন, যিনি সুশোভন, লাবণ্যে বিমাখা, গৌরাঙ্গ তনু॥
ভবে অনুপম, শরীর সুষম, অতি কমনীয়, নবনী জনু।
এই পূর্ণিমাতে, মিশ্রের ঘরেতে, জনম লভিল, গোকুল ইন্দু।
তাঁহার জনমে, এ ভারত ভুমে, উছলি উঠিল, আনন্দ সিন্ধু॥
পাপী তাপী জনে, আনন্দিত মনে, অবিচারে প্রেম, ধন যে দিল।
এই পূর্ণিমাতে, মিশ্রের ঘরেতে, সে গৌরাঙ্গ শশী, জনম নিল॥
ধর্ম্মের উদ্ধারে, পাপীর নিস্তারে ,এ দয়াল বিনে, কে আছে আর?
পাপীর ঠাকুর, দয়াল গউর, জনম বাসর, আসিল তাঁর॥
কালের প্রভাবে, যবে এই ভবে, ধর্ম্ম মাত্র হায়! বিলুপ্ত হ'ল।
শ্রীকৃষ্ণ চিনে না, শ্রীধাম জানে না, প্রবল হইল, বিধর্ম্মী দল॥
সে ঘোর তিমিরে, ধরম মিহিরে, প্রকাশ করিল, যে গৌরহরি।
এই পূরণিমা, আনন্দের সীমা, জনম বাসর, তাঁহার মরি!!
এহেন সুদিনে, আনন্দিত মনে, আনন্দ উৎসব করহ সবে।
জয় জয় ধ্বনি, ভরুক অবনী, ভুবনে অতুল, উৎসব হবে॥
শ্রী বৈষ্ণব দাস, করে অভিলাষ, এ সুখ বসন্তে, একান্তে বসি।
মনের হরিষে, ভাসি প্রেম রসে, গাইবে মধুর, গৌরাঙ্গ শশী॥

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব মহোৎসব ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রদর্শনী

মহোৎসব পঞ্জী

৩রা ফাল্গুন ১৬ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ৯ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত

শ্রীগৌরলীলা কথা সপ্তাহ

৯ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী সোমবার

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামপরিক্রমার শুভ অধিবাস হরি সংকীর্ত্তনোৎসব

১০ই ফাল্গুন ২৩শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার, পরিক্রমার প্রথম দিবস

শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমণ

১১ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী বুধবার, পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

শ্রীকোলদ্বীপ ও শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ

১২ই ফাল্গুন ২৫শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার, পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমণ

শ্রীআমলকী একাদশীর ব্রতোপবাস

১৩ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার, পরিক্রমার চতুর্থ দিবস

শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমণ
দি ৮।৫৬ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের তিরোভাব।

১৪ই ফাল্গুন ২৭শে ফেব্রুয়ারী শনিবার, পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমণ

১৫ই ফাল্গুন ২৮শে ফেব্রুয়ারী, রবিবার

শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর ব্রতোপবাস • অহোরাত্রব্যাপী শ্রীহরিকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে সংকীর্ত্তনৈক পিতা শ্রীশ্রীমদ্ গৌরহরির আবির্ভাব তিথি আরাধনা • ভক্ত সম্মেলন • শ্রীগৌরমহিমা সূচক বক্তৃতা • শ্রীগৌরলীলা গ্রন্থপাঠ ও পারায়ণ • প্রদোষে
শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা ও রাত্রিতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা-প্রদর্শন ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।

১৬ই ফাল্গুন ১লা মার্চ, সোমবার

দি ৯।৫৪ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌরজয়ন্তী ব্রতের পারণ। মহাপ্রসাদ বিতরণ ও মহামহোৎসব সমাপ্তি।

দৈবানুরোধে ও প্রয়োজনানুসারে এই পঞ্জী পরিবর্ত্তন যোগ্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

(১) মহোৎসবের সেবা-সম্ভারাদি ও অর্থানুকূল্য ‘সেক্রেটারী গৌড়ীয় মিশন’ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, জেলাঃ নদীয়া, পিন-৭৪১৩১৫, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

(২) যাত্রিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ বিছানা, মশারী, গামছা, ঘটি, বাটি, টর্চ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে আনিবেন।

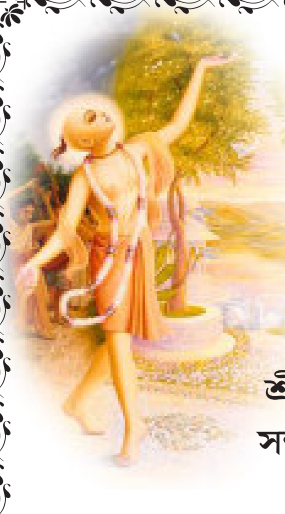

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী স্ট্রীট্,
বাগবাজার, কোলকাতা-৩
ফোন ঃ ২৫৫৪ ৪১৫৫
E-mail : gaudiya@cal3.vsnl.net.in,
visit us : www.gaudiyamission.com

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫০০-তম বর্ষপূর্ত্তি সন্ন্যাসগ্রহণ ও ভারতপরিভ্রমণ লীলা স্মরণে বিরাট আলোচনা সভা

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদনমিদম্—

প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ তথা ভারতবর্ষ পরিক্রমণের পাঁচ শত বৎসর পূর্ত্তি উৎসব উপলক্ষ্যে গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যাপরিষদ কর্ত্তৃক এক বৎসর কালব্যাপী সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ও বিদেশে মহাপ্রভুর শিক্ষা, সামাজিক জীবনে তাঁহার প্রভাব, তথা বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বিপুলভাবে প্রচারের মহান্ উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি আলোচনা সভা আয়োজনের প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে। কলকাতানগরীর উত্তর প্রান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত বরাহনগর-বাগবাজার এলাকাস্থিত ঐতিহাসিক নাট্যকার গিরিশ ঘোষের নামে প্রতিষ্ঠিত ''গিরিশ মঞ্চ''-এ তিনদিন (৫ই মার্চ শুক্রবার হইতে ৭ই মার্চ রবিবার, ২০১০) ব্যাপী **"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও বর্তমান সমাজে তাঁহার প্রভাব"** বিষয়ে এক আলোচনাসভার মাধ্যমে উক্ত পরিকল্পনার উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হইবে। মিশনের সভাপতি ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজ সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত **রাজ্যপাল, মন্ত্রী, বিচারপতি এবং দেশ বিদেশের নানা স্থান হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, শিক্ষাবিদ্, কণ্ঠশিল্পী, নাট্যকার, ভক্তবৃন্দ** উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন। মহাপ্রভুর চরিত্রের কোনও একটি শিক্ষার উপরে ছোট নাটক, বাউল গান ইত্যাদিও উক্ত অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হইবে। বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ হইতে ৫ই মার্চ শুক্রবার সকাল ৮ ঘটিকায় একটি নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রারও আয়োজন করা হইয়াছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে সমাজের সকল শ্রেণীর শ্রদ্ধালু ভক্তবৃন্দকে যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানানো হইতেছে।

শ্রীসজ্জনকিঙ্করাভাস

ত্রিদণ্ডী ভিক্ষু শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ

সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন